# চেনা অচেনা ফুল

367

# বিউমনশিয়া

বিউমনশিয়া লতানে ফুল গাছের মধ্যে অন্যতম। এই ফুল-
গাছটি লতানে গুল্ম, সাধারণতঃ খুব
উঁচু গাছের ওপর বৃহদাকারে
লাভ করতে দেখা যায়।
পাতাগুলি খুব বড় বড় চিরসবুজ,
বিন্যাস অভিমুখ হয়। মার্চ-
মাসে ঘন্টাকৃতি সাদা সাদা
ভরে ওঠে। শীতকালে ফল হয়।
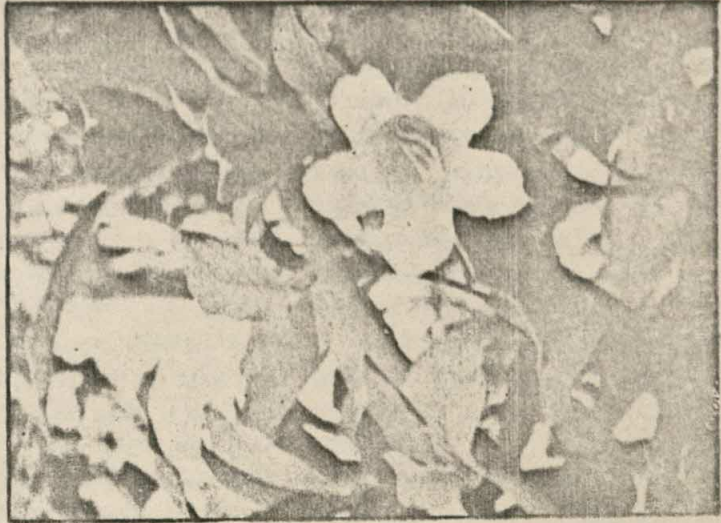
এই ফুলগাছটির কেতাবী নাম
বিউমনশিয়া গ্রানডিফ্লোরা। ল্যাটিন
এই গ্রানডিফ্লোরা কথার অর্থ
ফুল। নেপালী ভাষায় বারবারি
হয়। এপোসাইনেসী গোত্রের
। আদি বাসস্থান ভারতের পূর্বাঞ্চল হিমালয়।

বিউমনশিয়া

এই ফুলগাছটির কাণ্ড কাষ্ঠল হয় এবং কাণ্ডটির
অংশ কাটলে বা ভাঙলে প্রচুর পরিমাণে দুধের
রস বার হতে দেখা যায়। এর কারণ তরুক্ষীর নালীর
উপস্থিতি।

পুষ্পবিন্যাস নিয়ত অর্থাৎ সাইম। প্রথমেই বলেছি
ফুলগুলি ঘন্টাকৃতি হয়। নিচের দিকে নলাকার অংশ
হয় অতঃপর পাঁচটি বড় বড় গোলাকার পাঁপড়িতে
হয়। লম্বায় প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা হয়। পাঁপড়ি-
গুলি ধবধবে সাদা হয় কিন্তু ফুলের নিচের অংশে সবুজ
থাকে। পুংস্তবক পাঁচটি হয়। পুংদণ্ডগুলি ছোট
হয়। দেখে মনে হবে পাঁপড়িগুলির দেওয়াল থেকে
উদ্ভূত হয়েছে। একে ইংরাজীতে এপিপেটালাস স্ট্যামেন
বলা হয়। এই এপিপেটালাস স্ট্যামেন এপোসাইনেসী
গোত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরাগধানীর আকৃতি বানাকার
অর্থাৎ তীরের ফলার মত হয়। ইংরাজীতে একে স্যাজিটেট
বলে। লম্বায় প্রায় 0·5—0·7 ইঞ্চি হয়। স্ত্রীস্তবকে
গর্ভমুণ্ড পাঁচকোনা হয়।

এই ফুলগাছটির বৃদ্ধি বীজ ও কাটিং দ্বারা হয়।

এই ফুলগাছটির ব্যবহারিক প্রয়োগও বর্তমান। তরুণ
শাখা থেকে মোটা দড়ি প্রস্তুত হয়।

এণাক্ষী বিশ্বাস

# জয়ন্তি

প্রায় দুই মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট, ঘন ঝোপ-ঝাড়যুক্ত হয় না অথচ মাধুর্যযুক্ত চিরহরিৎ গুল্ম বিশেষ। পাতা একান্তর, উপপত্রযুক্ত, সবৃন্তক, পাতার আকার বেহালাকৃতি কিন্তু পাদপ্রান্ত তাম্বুলাকার, দুইদিকের ধারে 3-4টি গ্রন্থিদাঁত আছে। পাতা লম্বায় প্রায় 10 সে.মি, ও চওড়ায় 5 সে.মি. হয়। মসৃণ, ওপরতল গাঢ় সবুজ, নিচতল হাল্কাসবুজ হয়। উপপত্র আকৃতিতে ছোট। পত্রবৃন্ত প্রায় 3·5 সে.মি লম্বা হয়।

পুষ্পবিন্যাস নিয়ত। অর্থাৎ এই ধরনের পুষ্পবিন্যাসে ফুলগুলি একই তলে থাকে। মঞ্জরীদণ্ডের আগায় ফুলটি আগে ফোটে, নিচের ফুলটি সবশেষে ফোটে এবং ইহার বৃদ্ধি নির্দিষ্ট। পুষ্পবৃন্ত সরু ও রঙ লালচে সবুজ হয়। ভিন্নবাসী অর্থাৎ স্ত্রীপুষ্প ও পুংপুষ্প ভিন্ন গাছে হয়। পুংপুষ্পের বৃতি স্ত্রীপুষ্পের বৃতি অপেক্ষা ছোট হয়। বৃত্যংশ 5টি, বেগুণীলাল, দলমণ্ডল লাল, পাঁপড়ি পাঁচ। পুংস্তবকে পুংকেশর 8টি তার মধ্যে 4টি লম্বা ও 4টি ছোট। পুংদণ্ডগুলি একটি স্তম্ভের সঙ্গে যুক্ত থাকে। পরাগধানী লালচে হলুদ রঙের হয়। স্ত্রীপুষ্পের গর্ভাশয় ডিম্বাকৃতি, মসৃণ, গর্ভদণ্ড তিনটি থাকে। ফল ক্যাপসিউল, গোলাকৃতি, ... রঙের হয়।

উপরে বর্ণিত ফুলগাছটির নিবাস কিউবা। ... ভারতের বাগানগুলিতে শোভা বিস্তার করে ... ফুলগাছটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ জ্যাট্রো... রিফোলিয়া ( Jatropha Pandurifolia ... হেনরি সি. অ্যানড্রিউস ( Hehry C. An... গাছটি বর্ণনা করেন। গ্রীক ভাষায় জ্যাট্রোফা ... গ্রীক শব্দের সমষ্টি যেমন. জ্যাটরস ( Jatros ) ... ( Trophe ) এর সমষ্টিগত অর্থ ঔষধিগ... প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় এই বর্গের বেশ কিছু ঔষ... ব্যবহৃত হয়। প্রজাতির নামকরণ এই ফুলগা... আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে লক্ষ্য করে। কারণ ... প্যানডুরিফোলিয়া কথার অর্থ ফিড্‌ল্ ... ফিড্‌ল কথার অর্থ বেহালা। কার্যত দে... গাছটির পাতা বেহালাকৃতি।

পরবর্তীকালে নিকোলাস জোসেফ জ্যাকুইন ... গাছটির নাম পরিবর্তন করেন এবং নাম হয় ... integerrima Jacq. ইহা ইউফোর্বিয়েসী ... অন্তর্ভুক্ত।

সারা বছরই এই ফুলগাছটি ফুলে ভরে ... বর্ষায় ফুলের ... অধিক মাত্রায় ... হয়।
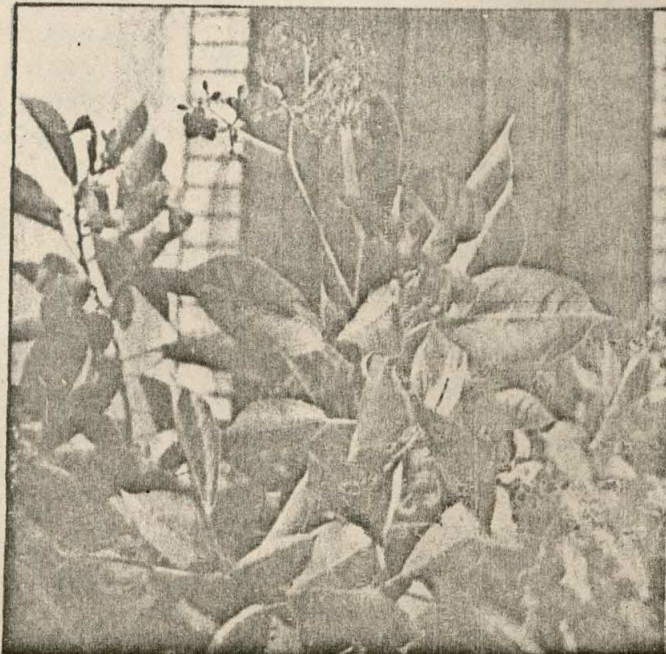
শীতকালে ... গাছটির ডালপালা ... দিতে হয়। এই ... ফুলের রঙ ... গোলাপী হাল্কা ... সাদাটে গোলাপী ... আর এই গাছটির ... সহজেই কাটিং ... দ্বারা হয়।

এণাক্ষী বি...

★★★

[ ফটো : ...

# ...ত্রমঞ্জরী

এণাক্ষী বিশ্বাস

...্যানবিলাসীদের কাছে পত্রমঞ্জরী নামটি খুবই পরিচিত। ইংরাজীতে পয়েনসেটিয়া ও খ্রীস্টমাস ...র নামে পরিচিত। কারণ প্রভু যীশু খ্রীস্টের যে ...ম অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে এই ফুলের লাল মঞ্জরী ...লির রঙ টকটকে লাল হয়। (এখানে ছবিটি ফেব্রুয়ারী ...তোলা)। তাই ইংরাজীতে এই ফুলের অপর নাম ...মাস ফ্লাওয়ার। বাংলায় পত্রমঞ্জরী ও কেরুই নামে ...চিত।

...থমে এই সৌখিন ফুল গাছটির বৈজ্ঞানিক নাম ছিল ...সেটিয়া পালচেরিমা। সর্বপ্রথম 1824 সালে উদ্ভিদ-...নী গ্রাহাম এই সৌখিন গুল্মটিকে মেক্সিকোতে ...ষ্কার করেন এবং বৈজ্ঞানিক বর্ণনা করে নামকরণ ...ন পয়েনসেটিয়া পালচেরিমা। পরবর্তীকালে এই নাম ...র্তিত হয়ে ইউফরবিয়া পালচেরিমা হয়। ল্যাটিন ... পালচেরিমা কথার অর্থ খুব সুন্দর। কার্যত ...দের টকটকে লাল রঙের পত্রমঞ্জরীগুলি এই উদ্ভিদের ...র আকর্ষণ এবং সহজেই বহুদূর থেকেই নয়ন মনো-...হর শোভা বিস্তার করে। এর আদিনিবাস মেক্সিকো ...ণ আমেরিকাতে। ইউফোরবিয়েসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। ...য়েকটি ভ্যারাইটি আছে। যেমন, মঞ্জরীপত্র সাদা, ...াপী, হলুদ রঙের হয়। সেগুলি লাল মঞ্জরীপত্রের ...মত আকর্ষণীয় হয় না! তারপর কখনও কখনও ...সারিতে আবার কখনও কখনও দুসারিতে মঞ্জরীপত্র ...য়।

এবার ফুলের কথায় বলি: ফুল খুবই নগণ্য। অনেকেরই ভুল ধারণা যে এই টকটকে লাল রঙের মঞ্জরীপত্রগুলি নিশ্চয় ফুলের দলমণ্ডল। কিন্তু তা নয়। প্রতি শাখার প্রান্তে লাল রঙের বড় বড় মঞ্জরীপত্র হয়। তার ওপরে ফুল হয়। এই ফুলের পুষ্পবিন্যাস বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এই বিশেষ ধরনের পুষ্পবিন্যাসকে সায়াথিয়াম বলে। ফুলগুলি অসম্পূর্ণ, এর বৃতি ও দলমণ্ডল থাকে না। একটি কাপের আকৃতিবিশিষ্ট সবুজ রঙের উপাবরণ থাকে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উপাবরণের গায়ে উঁচু হলুদ রঙের গ্রন্থি আছে। একে ইংরাজীতে নেকটার গ্ল্যান্ড বলে।

এই উপাবরণটি বৃন্তযুক্ত। এই উপাবরণটির নিচের তিন চতুর্থাংশ সবুজ রঙ, ওপরের দিকে এক চতুর্থাংশ হলুদ রঙ এবং মুখের কাছের রঙ লাল হয়। মুখের ভেতরের দিকে সিল্কের মত নরম সূক্ষ্ম বহুকোষ বিশিষ্ট রোম দ্বারা আবৃত থাকে। এই উপাবরণের মধ্যে স্ত্রী ও পুং পুষ্প থাকে। এই পুষ্পগুলিকে পুষ্পিকা বলে। সবচেয়ে লম্বা ফুলটি স্ত্রী পুষ্পিকা আবার একাধিক স্ত্রী পুষ্পিকা বা একাধিক নিষ্ফলা স্ত্রী পুষ্পিকার সমাবেশ হতে পারে। স্ত্রী পুষ্পিকার চতুর্দিকে অনেক পুংপুষ্পিকা থাকে। এই পুংপুষ্পিকা লেন্সের নিচে রেখে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে একটি বৃন্তযুক্ত পুংদণ্ড, এক কোষ যুক্ত দুটি পরাগকোষ। এর মধ্যে নিষ্ফলা পুংপুষ্পিকাও থাকে। এই ধরনের নিষ্ফলা পুংপুষ্পিকাতে পরাগকোষের পরিবর্তে পুংদণ্ডের মাথাটি লাল হয় ও বহুকোষবিশিষ্ট রোম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়। (ফটো : সুবক্ষকৃষ্ণ দে)

ফুলগাছটি ছোট গুল্ম বিশেষ বা কখনও ছোট বৃক্ষ। এই ফুলগাছটি যত্রতত্র দেখা যায়। বিশেষ ফুল গাছটির শাখার প্রান্তে উজ্জ্বল রঙের থোকা ফুল, তার সঙ্গে চকচকে সবুজ পাতা সহজেই সকলের নজর কেড়ে নেয়। তাই বাগানবিলাসীদের কাছে প্রিয়।

এই ফুলগাছটির অনেকগুলি প্রজাতি আছে। কোনটি রঙে পার্থক্য, আবার কোনটির রঙ টকটকে লাল,

ফটোঃ
...বলকৃষ্ণ দে।

...গোলাপী, সাদা, হলুদ বা কমলা ইত্যাদি। এর মধ্যে লাল রঙ্গনফুল সর্বত্রই দেখা যায়। অন্য রঙের রঙ্গন ফুল-এর সংখ্যা খুবই কম। বিভিন্ন উদ্যানগুলিতে যেমন ...ন শিশু উদ্যান, যতীন্দ্রমোহন পার্ক, কার্জন পার্ক, ...কেশ পার্ক, আলিপুর হর্টিকালচার ইত্যাদি বাগান-...তে শোভা বিস্তার করে। এই ফুলগাছটির ওপর বহু ...ক্ষা-নিরীক্ষা যেমন cross breeding, mutation ...eding ইত্যাদি করার ফলে অনেক প্রজাতি ও ভ্যারাইটির ...হয়েছে। তাই রঙ্গন ফুলের প্রজাতি একনজরে দেখে ...মুস্কিল হয়। ছবিতে রঙ্গন ফুলগাছটির বৈজ্ঞানিক ...করণ Ixora rosea wall. Van Rheede লিখেছেন ...রঙ্গন ফুল মালাবার দ্বীপের দেবতা 'ইকভারা'কে উৎসর্গ ...হত। তাই থেকেই এই ফুলগাছটির গণের নাম ...সোরা হয়। ফুলের রঙ গোলাপী বলে প্রজাতির নাম রোসিয়া হয়েছে। ইংরাজীতে পিক ইকসোরা ও বাংলায় গোলাপী রঙ্গন নামে পরিচিত। ইহা রুবিয়েসী গোত্রের অর্ন্তভুক্ত। উদ্ভিদবিজ্ঞানী রক্সবার্গের মতে এই উদ্ভিদটির আদিনিবাস মালাক্কা এবং চীন। এখন ভারতের সর্বত্রই হয়। এই ফুলগাছটিতে সারা বছরই ফুল হয়। তবে বর্ষাকালে ফুলের প্রাচুর্য থাকে।

এই ফুলগাছটির বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্ন উচ্চতায় হয়। পাতা অভিমুখ, উপ-ডিম্বাকার, সূক্ষ্মাগ্র, নিচের দিকটা কিছুটা গোলাকার, পাতার উপরিতল চকচকে সবুজ, নিচের তল ফ্যাকাসে সবুজ। উপপত্র বর্তমান দুই পত্রবৃন্তের মধ্যবর্তী স্থানে।

পুষ্পবিন্যাস কোরিম্ব। এই ধরনের পুষ্পবিন্যাসে পুষ্পদণ্ডযুক্ত এবং মঞ্জরী পত্রাবরণের ওপর উপস্থাপিত থাকে। ফুল সবৃন্তক কিন্তু বৃন্তগুলি অসমান হয় তবে একই তলে থাকে। দলমণ্ডল রঙ্গনাকার অর্থাৎ অনেকটা চক্রাকারের মত। কিন্তু দলনল লম্বা হয়। ইহা সমাঙ্গ যুক্ত দল বিশিষ্ট ফুল। দল চারটি পাঁপড়িতে বিভক্ত থাকে। পুংস্তবক চারটি; পুংদণ্ডগুলি দুটি পাঁপড়ির মধ্যবর্তী দলনলের অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। গর্ভস্তবকের গর্ভাশয় দুই কোষ যুক্ত এবং ডিম্বক প্রতি কোষে একটি থাকে। এই ফুলগাছটির বীজ ও কাটিং দ্বারা বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়।

এণাক্ষী বিশ্বাস

# সূর্য্যমুখী

## এণাক্ষী বিশ্বাস

ীর আদিনিবাস ইউনাইটেড স্টেটস্ অব
ারিকার মেক্সিকোতে। ইংরাজীতে সান ফ্লাওয়ার
রিচিত। এই সূর্যমুখীর বৈজ্ঞানিক নাম
স এনাস ( Helianthus annu- ) উদ্ভিদ
ানিয়স এই সূর্যমুখী ফুলটিকে বর্ণনা করেন
ণ করেন। গ্রীক ভাষায় Helios কথার অর্থ

ং anthus means ফুল। এর থেকেই ইংরাজীতে
ওয়ার নামটির উৎপত্তি এবং ইহা অ্যাসটারেসী
অন্তর্ভুক্ত। কার্যত দেখা যায় সূর্যমুখী ফুলের
ূর্যের আলোকের গতিপথকে অনুসরণ করে।
 ধরনের চলনকে হেলিওট্রপিজম বা সূর্যাবৃতি বলে।
র্যমুখী বর্ষজীবী বীরুৎ উদ্ভিদ। উচ্চতায় প্রায়
ক 260 সে.মি. অবধি হয়। পাতাগুলি বড় ও
হয়। নিচের দিকে পাতাগুলি অভিমুখ ওপর
পাতা একান্তর বিন্যাসে সজ্জিত থাকে।
ষ্পবিন্যাস ক্যাপিটিউলম। ইহা সরল অনিয়ত
বন্যাসের অন্যতম। এই ধরনের অনিয়ত পুষ্প-
র মঞ্জরীদণ্ড অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু আগাটি

বিস্তৃত হয়ে সাধারণত কুব্জপৃষ্ঠ পুষ্পাধারে পরিণত হয়। এই পুষ্পাধারের ওপর অসংখ্য পুষ্পিকা বা খুব ছোট ছোট ফুল থাকে এবং এরা মঞ্জরী পত্রাবরণ দিয়ে বেষ্টিত থাকে বলে পুষ্পবিন্যাসটিকে একটি ফুল বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বহু ছোট ফুলের সমষ্টি। মাঝখানের ঘন গাঢ় রঙের পুষ্পিকা প্রান্তের দিকের পুষ্পিকাগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়। মাঝখানের পুষ্পিকাগুলিকে মধ্যপুষ্পিকা এবং বাহিরের দিকের স্বর্ণহলুদ রঙের পুষ্পিকাগুলিকে প্রান্তপুষ্পিকা বলে।

ঘন গাঢ় রঙের মধ্যপুষ্পিকাগুলি উভলিঙ্গ হয় এবং মঞ্জরীপত্র থাকে। ইহা সম্পূর্ণ ফুল। পুংকেশরের যুক্ত পরাগধানী থাকে। অপরদিকে দেখা যায় সূর্যমুখীর প্রান্তপুষ্পিকাগুলি ক্লীব ফুল। কেবলমাত্র দৃষ্টি আকর্ষক স্বর্ণহলুদ রঙের জিহ্বাকৃতি বড় পাপড়ি ও কেবলমাত্র গর্ভপত্রের মধ্যে গর্ভাশয় থাকে।

সূর্যমুখীর পরাগসংযোগ উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই বলেছি মধ্যপুষ্পিকা উভলিঙ্গ হয়। উভলিঙ্গ ফুলে পুংকেশর ও গর্ভপত্র একই সময় পরিপক্ক হলে স্বপরাগযোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।এজন্য পুংকেশর ও গর্ভপত্র বিভিন্ন সময়ে পরিপক্ক হয়ে স্বপরাগযোগ হতে দেয় না। এই পদ্ধতিকে বিষম পরিণতি বলে। তাই দেখা যায় পুংকেশর গর্ভপত্র পরিপক্ক হওয়ার আগেই পরিপক্ক হয়ে রেণু বিক্ষিপ্ত করে। ইহা প্রপুংপরিণতি নামে পরিচিত।

সূর্যমুখীর ইতর পরাগযোগ ঘটে। কোন কীট বা পতঙ্গ সূর্যমুখী ফুলের রেণু অপর কোন সূর্যমুখী ফুলের পরিপক্ক গর্ভমুণ্ডে পতিত করে পরাগযোগ ঘটায়।

অতঃপর বীজ প্রস্তুত হয়। বীজগুলি চ্যাপ্টা ও প্রায় 1 সে.মি. লম্বা এবং কালো থেকে গাঢ় খয়েরী রঙের হয়।

সূর্যমুখী ফুল থেকে ভাল মধু প্রস্তুত হয়। তাছাড়া রঞ্জক পদার্থ, তেল ও তন্তু পাওয়া যায়। বীজ, পাখি ও পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

এই উদ্ভিদটির ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n = 34$।

ফটো : সুবলকৃষ্ণ দে।

…না ফুল :

# …টক লিলি

…ই মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট কাঁটা সমন্বিত … মে-জুলাই মাসে লম্বা ফানেলের … হাল্কা হলুদ রঙের ফুলে ফুলে ভরে ওঠে। … মত ঝুলতে থাকে। দেখতে খুবই … কিন্তু যেই ফুল তুলতে যাওয়া, সঙ্গে সঙ্গে …পাত। গাছে এত কাঁটা তাই এর …। ইংরাজীতে প্রিক্‌লি অ্যাপেল, স্প্যানিশ … বলে। বৈজ্ঞানিক নাম ক্যাটেসবিয়া … লিনিয়াস প্রথম এই গাছটির বৈজ্ঞানিক … গণের নামকরণ করেন ক্যাটেসবিয়া …বিজ্ঞানী মার্ক ক্যাটেসবাইয়ের ( 1679- …, যিনি পরিব্রাজক ও প্রকৃতি সন্ধানী … উদ্ভিদটি কণ্টকময় সেজন্য প্রজাতির নাম … ল্যাটিন ভাষায় স্পাইনোসা কথার অর্থ … উদ্ভিদটি রুবিয়েসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

…টির আদিনিবাস ওয়েস্ট ইনডিজ। এখন … হয়।

… কাঁটাবহুল গুল্ম বিশেষ। উচ্চতা প্রায় 1—2·5 মিটার হয়। কাঁটাগুলি প্রতিটি অভিমুখ বিন্যাস যুক্ত তীক্ষ্ণ এবং উর্ধ্বমুখী হয়। পাতাগুলি খুব ছোট, পুরু, ডিম্বাকৃতি অভিমুখ পত্রবিন্যাস, মসৃণ ও গাঢ় সবুজ রঙের হয়। খুব ছোট পত্রবৃন্ত থাকে। প্রতিটি কক্ষে একটি করে চারটি পাপড়িযুক্ত 8—10 সে.মি. লম্বা হাল্কা হলুদ রঙের ফানেল আকৃতির ফুল হয়। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর অবধি ফুল হয়। তবে মে থেকে জুলাইয়ের ফুলের প্রাচুর্য্যতা থাকে। আবার কখনও কখনও শীতকালেও ফুল হতে দেখা যায়। পুংস্তবক চারটি হয়। প্রতিটি পুংদণ্ড দুইটি পাপড়ির মধ্যবর্তী দলনল থেকে উদ্ভূত হয়। একে ইংরাজীতে এপিপেটালাস স্ট্যামেন বলে। গর্ভদণ্ড একটি, গর্ভমুণ্ড দ্বিবিভক্ত হয়।

ফল আকৃতিতে ছোট হয়। তবে ফল সাধারণতঃ আমাদের দেশের জলবায়ুতে কদাচিৎ হয়।

এই প্রজাতিটির বৃদ্ধি বর্ষাকালে কাটিং দ্বারা হয়।

এই ফুলগাছটি অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। আলিপুর এগ্রি-হর্টিকালচার, ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যান, রবীন্দ্র সরোবর, বিভিন্ন পার্ক ইত্যাদিতে দেখতে পাওয়া যায়।

( ফটো : সুবল কৃষ্ণ দে )

এণাক্ষী বিশ্বাস

চেনা ফুল ঃ

# করবী/কুরচি
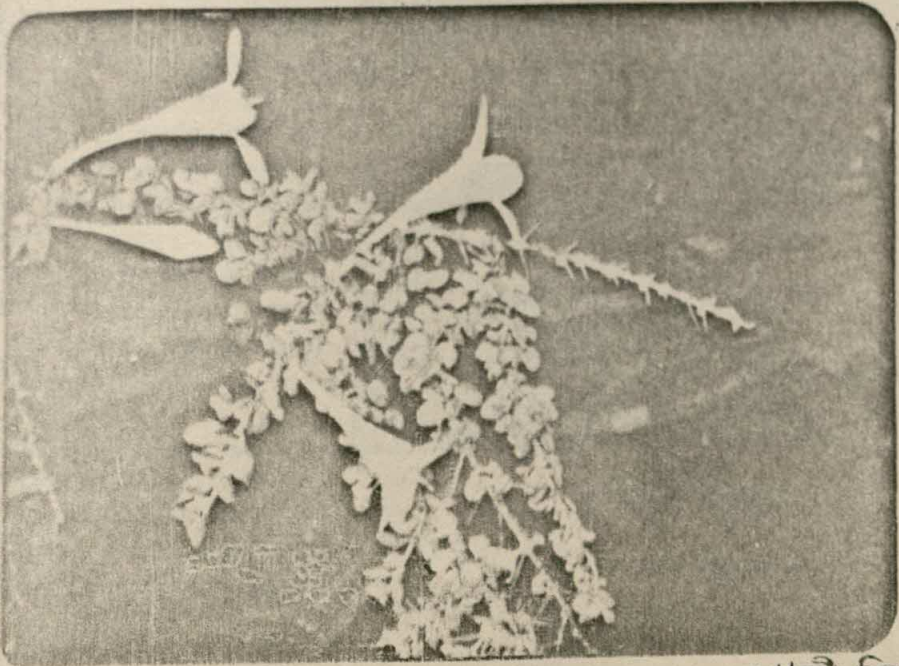
...ডাকুর নামে পরিচিত ফুল গাছটি এগ্রি-হর্টিকালচার উদ্যান, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ...পার্ক ও অন্যান্য জায়গাতেও দেখতে পাওয়া যায়।

...পিংক ভিনকা ও শ্রাব ভিনকা নামে পরিচিত। ...নাম কর্পাসিয়া ফ্রুটিকোসা। এই উদ্ভিদটির ...নেদারল্যাণ্ডের ইউট্রেচটের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের ... ও উদ্ভিদবিজ্ঞান অভিধানের লেখক জ্যান ... (1765—1849) সম্মানার্থে কর্পুসিয়া হয়। ...এপোসাইনেসি গোত্রের অর্থাৎ টগর ফুল যে ...অন্তর্ভুক্ত। এর আদিনিবাস ব্রহ্মদেশ ও মালয়। ...সর্বত্রই হয়।

...টি 2 —5 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট গুল্ম বিশেষ। ...বড়, প্রায় উপবৃত্তাকার, তল মসৃণ, ওপরতল ...নিচের তল একটু হলদেটে ও শিরাবিন্যাস ...।

...প্রান্তীয় সাইম। ফুল হাল্কা গোলাপী ...কেন্দ্রের দিকে সরু লাল রঙে রঞ্জিত থাকে, সমাঙ্গ ...পাঁপড়ি বিশিষ্ট। পাঁপড়িগুলি চক্রাকারের ...দলনল লম্বা হয়। সেজন্য আকৃতিতে রঙ্গনাকার ... হয়। ফুল সাধারণতঃ মার্চ-এপ্রিল মাসে ...হয়। অন্যান্য মাসেও হয় তবে অত ...না। পাঁচটি যুক্ত পাঁপড়ি নিচের অংশ ...দলনল তৈরি করে। যদি এই দলনল ব্লেড দিয়ে ...যায় দেখা যাবে পাঁচটি পুংস্তবকের পুংদণ্ডগুলি ...দলনলের গায়ে মিশে গেছে। পুংদণ্ড নেই ...। দেখে মনে হবে নলের ভিতরের দেওয়াল ...পুংস্তবকগুলি উদ্ভূত হয়েছে। একে ইংরাজীতে ...লাস স্ট্যামেন বলে। এই এপিপেটালাস স্ট্যামেন ...নেসি গোত্রের বৈশিষ্ট্য।

...গর্ভাশয় দুটি থাকে। একে গর্ভপত্রী ...সাধারণতঃ একজোড়া, সরু হয়। উদ্ভিদ ...এই ধরনের ফলকে ফলিকল বলে। ফল দুটি ...থেকে জন্মে। তবে এগুলি ওপর দিকে ...থাকে এবং ফল পেকে গেলে ফলের ত্বকের একটি প্রান্ত অপনা আপনি ফেটে বীজ ছড়িয়ে পড়ে। এই ধরনের ফলগুলিকে ফলিকল বলে।

এই ফুল গাছটির ডাল ভাঙলে বা কাটলে দেখা যাবে সাদা দুধের মতো তরুক্ষীর নির্গত হয়। এই তরুক্ষীর বিষাক্ত। এই বিষ থেকে প্রস্তুত হয় বিষ-তীর।

এণাক্ষী বিশ্বাস

( ফটোঃ সুবল কৃষ্ণ দে )

55

অচেনা উদ্ভিদ

# পান্থপাদপ

## প্রণাক্ষী বিশ্বাস

এবার যে উদ্ভিদটির কথা বলব তার নাম পান্থপাদপ। পান্থ কথার অর্থ পথিক আর পাদপের অর্থ যে জল পান করে। অর্থাৎ পথিক যে পাদদ্বারা জল পান করে, তার নাম পান্থপাদপ।

বহুকাল আগের কথা। যখন এখনকার মতো সভ্যতার বিকাশ হয়নি, পায়ে হাঁটা পথে মানুষকে চলতে হত। দীর্ঘ পথে পথিক তৃষ্ণার্ত হয়ে কোনো ধারাল কিছু দিয়ে এই উদ্ভিদটির পত্রবৃন্তের গোড়ায় চাপ দিলে কলের জলের মতো জল বার হয়ে আসে। এই জল দিয়ে পথিক তার তৃষ্ণা নিবারণ করত। এ থেকেই এই উদ্ভিদটির নাম পান্থপাদপ হয়েছে। ইংরাজীতে ট্র্যাভেলার্স ট্রী বলা হয়।

পান্থপাদপ দেখতে বৃক্ষ হলেও, এটি বিশালাকার বহুবর্ষজীবী বীরুৎ। উচ্চতায় প্রায় 30 মিটার হয়। কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে এর উচ্চতা প্রায় ... হয়।

এই উদ্ভিদটির আদিনিবাস মাদাগাস্কার। বৈজ্ঞানিক নাম র‍্যাভেনেলা মাদাগাস্কারিয়েনসিস। মিউসেসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। মাদাগাস্কারের অধিবাসীরা এই উদ্ভিদটিকে র‍্যাভেনেলা বলে।

এই উদ্ভিদটির শিশু অবস্থায় কাণ্ড বার হয় না। ...পাতার মতো দেখতে পাতাগুলি পরপর এমন সুন্দর- ভাবে সাজানো থাকে যে চালচিত্রের মতো দেখতে লাগে। এজন্য অনেকে বাগান সাজানোর জন্য এই গাছ লাগিয়ে থাকেন। কচি অবস্থায় পাতাগুলি আস্ত থাকে কিন্তু ধীরে ধীরে বাতাসের তীব্রতায় পাতাগুলি ফেটে যায়। লম্বা পত্রবৃন্তের পাদপ্রান্ত অবতল হয় এবং পত্রবৃন্তের পাদপ্রান্তের ...টা অংশ ঢেকে পরবর্তী পত্রটি বিস্তৃত হয়। পত্রবৃন্তের ... কোষের মধ্যে জল সঞ্চিত থাকে। পান্থপাদপের ...তে গাছের কাণ্ডের ওপর পাতাগুলি বিন্যস্ত রয়েছে। ...টি দেখতে অনেকটা তালগাছের মতো।

ফুলের কথায় বলি, ঘন মঞ্জরী হয়। প্রত্যেকটির ... ছোট বৃন্ত থাকে এবং মঞ্জরীপত্র দিয়ে ঢাকা থাকে। ...তিনটি অসমান বৃতি, তিনটি অসমান পাঁপড়ি, পাঁচটি ...কেশর এবং একটি গর্ভস্তবক থাকে।
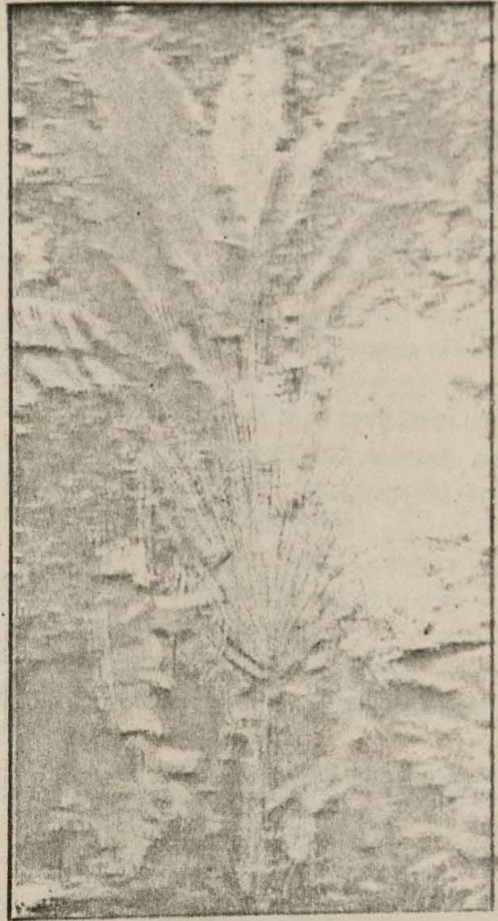
ফল তিনকোণা ক্যাপসুল। ফলের ভেতর প্রচুর বীজ, লাল রঙের তন্তু দ্বারা পরিবেষ্টিত।

বর্ষার পর গাছে ফুল আসে কিন্তু ফল পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ুতে সাধারণতঃ হয় না।

মাদাগাস্কারে এই বীজ খায় এবং এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য তেল পাওয়া যায়।

এই পান্থপাদপ গাছ অনেক জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীমায়ের মন্দিরের সামনে দুটি গাছ আছে। যেগুলির এখনও কাণ্ড বের হয় নি। আলিপুর এগ্রি-হর্টিকালচার উদ্যানে, রাজভবনে, শিবপুরে ভারতীয় উদ্ভিদ উদ্যানে, কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে, অনেকের বাড়ির বাগানে ও আরও অনেক জায়গায় এই পান্থপাদের দেখা মিলবে।

ছবি : সুবলকৃষ্ণ দে

# রাজপথের পুষ্প

এনাক্ষী বিশ্বাস

রাজপথের ধারে বৃক্ষ ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদগুলিতে যখন
ফুলের সমারোহ হয়, তখন কেবল গাছগুলিরই শোভা
দ্ধ হয় না। রাজপথ হয়ে ওঠে মনোরম। গ্রীষ্মের দাব
হ যান-জট বিধ্বস্ত শহর ও শহরতলীর আগত পথিক
ক্লান্ত ও ঘর্মাক্লিষ্ট হয়ে পড়ে—সেই সময় রাজপথের ধারে
নাভিরাম সৌন্দর্য নিয়ে প্রস্ফুটিত পুষ্প গুচ্ছ মনের ক্লান্তি
নেকাংশে লাঘব করে এক স্বর্গীয় সৌন্দর্যানুভূতি এনে দেয়।
রাজপথ পার্শ্বে কত সুন্দর অথচ নাম না জানা ফুল গাছ
য়েছে। কত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে ফুল ফোটে অপরকে
থিকের আনন্দ দেওয়ার জন্য।

এমনি দুটি গাছের কথা আজ বলব।

## জারুল

ঋতুরাজ বসন্তের বিদায় লগ্নে গাছে গাছে লাইলাক রঙের
লের ঝাড়ের সমাবেশ হয়—যা বহুদূর থেকে গাছটিকে
কর্ষণীয় করে তোলে। এই ফুলটির সৌন্দর্যের স্বাতন্ত্র্য
দেশীদের করেছে মুগ্ধ। এই জন্যই ইংরাজীতে এই
টির নামকরণ কুইন অব ফ্লাওয়ার, আর ভারতবর্ষ তার
বাস বলেই বলা হয় প্রাইড অব ইণ্ডিয়া। বাংলায় বলে
রুল। আর বৈজ্ঞানিক নাম ল্যাজেরস্ট্রোমিয়া স্পেসিওসা,
থেসী গোত্রের অন্তর্গত।

উদ্ভিদটির নামকরণ প্রসঙ্গে বলা যায় ম্যাগনাস
জেরস্টোম শুধুই সুইডিশ শিল্পপতিই হিসাবে খ্যাতি ছিল
। তিনি আবার বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। তিনিই
ম এই ফুল গাছটির নমুনা সংগ্রহ করেন এবং প্রকৃতি
জ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়সকে প্রেরণ করেন। লিনিয়স
ই উদ্ভিদটির গণের নামকরণ করেন নমুনা সংগ্রাহকের
নুসারে। প্রজাতির নামের অর্থ সুন্দর দেখতে।

আর এই সুন্দর মনোলোভা দেখতে বলেই কলিকাতা
নগরীকে তিলোত্তমা সুন্দরী করে তুলতে এই জারুল গাছ
জপথের শোভা বিস্তার করে চলেছে।

লাইলাক বা বেগুনি রঙের জারুল ফুল বর্ষার শেষ অবধি
কে মোহময়ী সুন্দরী করে তোলে। আর পথচারীর
কে স্নিগ্ধ করে তোলে।

এই ফুল গাছটিকে চিনবে কি করে?

এই উদ্ভিদটি 4 থেকে 15 মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট হয়।
ধূসর বর্ণের ফাটা ফাটা ছালযুক্ত। পাতাগুলি বড় বড়
কার। শিরাবিন্যাস অত্যন্ত সুস্পষ্ট। পুষ্পবিন্যাস
অনিয়ত, ফুলের রঙ লাইলাক, হাল্কা বেগুণী, গোলাপী-
বেগুণী মিশ্রিত রঙযুক্ত হয়। ফুলের কুঞ্চিত ঢেউখেলান
ছয়টি পাঁপড়ি প্রস্ফুটিত হওয়ার পরদিন থেকেই রঙ ফিকে
হতে থাকে। পুংকেশর হলুদ রঙের হয়। ফল কাষ্ঠল,
গোলাকার ক্যাপসূল হয়। শীতকালে ফল পাকে। পরবর্তী
বসন্ত পর্যন্ত গাছেই থাকে। ফলের বীজগুলি হয় পক্ষযুক্ত।

গাছের বংশবিস্তার বীজ দ্বারা সংঘটিত হয়। বর্ষার
প্রারম্ভেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। এই ছোট বীজ থেকেই এক
বিশাল জারুল বৃক্ষের উৎপত্তি। এই বৃক্ষের কাঠের খ্যাতি
আছে। এই কাঠ দিয়ে রেলের স্লিপার, নৌকা তৈরি
পাহাড়ী অঞ্চলে বাড়ি তৈরি ইত্যাদি করা হয়। জারুল
কাঠের রঙ ফিকে লাল। তবে কলিকাতার রাজপথে যে
জারুল গাছ দেখতে পাই, এর উচ্চতা 20 ফুটের বেশি হয়
না। কিন্তু অরণ্যাঞ্চলে এই জারুল বৃক্ষের উচ্চতা 60 ফুট
পর্যন্ত হয়। আর উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাঠ অরণ্যাঞ্চল থেকেই
সংগ্রহ করা হয়। আমাদের বাজারে জারুল কাঠ নামে যে
কাঠ বিক্রয় হয় তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

জারুলের ভেষজ গুণও বর্তমান। জারুলের পাতা
বিরেচক, মূত্রকারক। ফিলিপাইনে এই গাছের পাতা ও ফল
শুকিয়ে, গুড়া করে চা রূপে ব্যবহৃত হয়। কারন এই
উদ্ভিদটির দেহের বিভিন্ন অংশে ইনসুলিনের সমগোত্রীয়
যৌগের উপস্থিতি পাওয়া যায়—যেটি ডায়াবেটিস রোগীদের
পক্ষে উপকারী।

# করবী
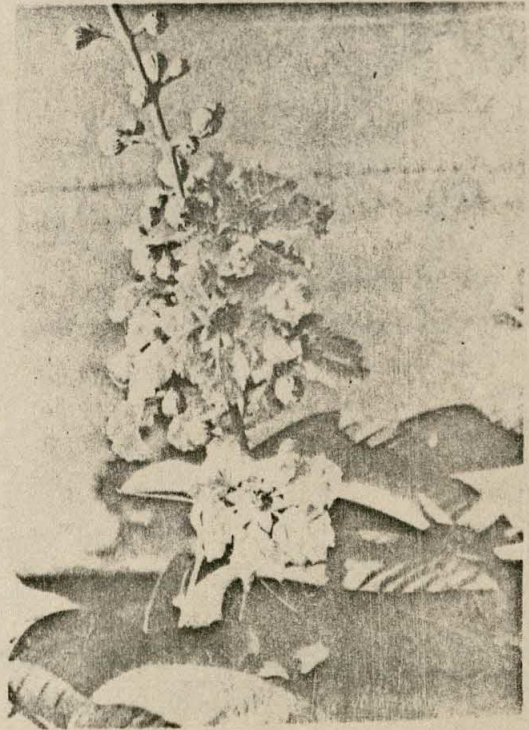
সারাবছরই যে সব ফুল গাছে ফুল ফোটে করবী ফুল তার মধ্যে অন্যতম। সারাবছর ফুল ফুটলেও গ্রীষ্ম ও শরৎকালে ফুলের প্রাচুর্যতা বৃদ্ধি পায়। প্রস্ফুটিত হাল্কা গোলাপী বা লাল করবী গুচ্ছাকারে গাছের শোভা বাড়ায়। এছাড়া সাদা ও হাল্কা হলুদ রঙের করবী ফুলও হয়। তা সে সিঙ্গল বা ডাবল দুইই হতে পারে।

এই ফুল গাছটির আদি বাসস্থান ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল থেকে শুরু করে জাপান পর্যন্ত। ইংরাজীতে ওলিয়েণ্ডার, রোজবে; হিন্দিতে চান্দানি, কানের, বাংলায় করবী বলা হয়। বৈজ্ঞানিক নাম নেরিয়াম ওলিয়েণ্ডার ( Nerium oleander L ) উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়স এই উদ্ভিদটিকে বর্ণনা করেন। এবং অ্যাপোসাইনেসী গোত্রভুক্ত করেন। করবী গুল্ম শ্রেণীভুক্ত, উচ্চতা সাধারণতঃ 1·5 থেকে 5·5 মিটার হয়। পাতা আবর্তবিন্যাস অর্থাৎ এক একটি শাখার পর্ব থেকে তিনটি পাতা বিন্যস্ত থাকে। পাতার আকৃতি ভল্লাকার অর্থাৎ পাতার মধ্যভাগ চওড়া হয় ও দুই প্রান্ত ক্রমশঃ সরু হয়ে আসে। পুরু চামড়ার মত পাতা, মধ্য শিরাটি পুরু, পত্রবৃন্ত যুক্ত। পাতা সরু অঞ্চলের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য বহণ করে। পাতার নীচের ত্বক বা এপিডারমিসে সূক্ষ্ম রোমদ্বারা আবৃত থাকে। ফলে বাষ্পমোচন হ্রাস পায়।

আবার পত্র বৃন্ত চ্যুত হলে সাদা দুধের মত পদার্থ বার হতে থাকে, একে তরুক্ষীর বা ল্যাটেক্স বলে। এই তরুক্ষীর উৎপন্ন হয় গাছের ভিতরস্থিত ক্ষীর কোষ থেকে। এই তরুক্ষীরের মধ্যে বিষাক্ত পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়। যার ফলে কোন জীবজন্তু করবী গাছের পাতা ভক্ষণ করে না। সুতরাং ইহা গাছের আত্মরক্ষার কাজ করে।

পুষ্পবিন্যাস প্রান্তীয় গুচ্ছ। করবী ফুল সৌরভযুক্ত। গোলাপী, লাল, সাদা ইত্যাদি রঙের, যুক্ত দল বিশিষ্ট ঘণ্টাকার, 5টি বৃতি, 5টি পাঁপড়ি, 5টি পুংকেশর থাকে। পুংকেশরের পুংদণ্ডটি ছোট হয়। পরাগধানীর ওপর পালকের মত অঙ্গ থাকে। এইগুলি গর্ভকেশরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ একটি আকৃতি তৈরি করে। একে পুংকেশর-করোনা বলে। ফল ফলিকল। ফল পরিপক্ক হলে ফলের একটি প্রান্ত আপনা আপনি ফেটে গিয়ে পক্ষযুক্ত বীজ ছড়িয়ে পড়ে।
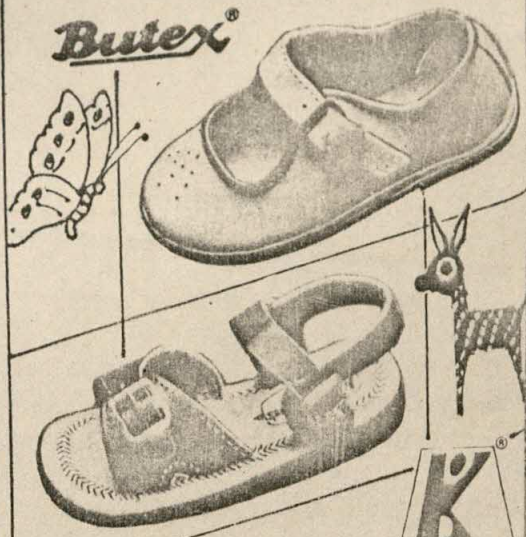
বিষাক্ত উদ্ভিদের তালিকার করবী গাছ অন্যতম। আবার ভেষজ উদ্ভিদও বটে। মূল ও ছাল সবচেয়ে মারাত্মক। অথর্ববেদে বর্ণিত আছে—কচিপাতা ভক্ষনে সাময়িক ঘোড়ার গতি শক্তি বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মূল ভক্ষণে ঘোড়ার গতি স্তব্ধ হয়। কারণ করবী গাছের মধ্যে যে উপক্ষার পাওয়া যায় তা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ করতে সাহায্য করে।

কিন্তু এই মূলই বেটে নিয়ে চর্মরোগে বাহ্যিক প্রয়োগে আরাম দেয়। পাতা, ছাল, মূল, তরুক্ষীর ইত্যাদিতে যে উপক্ষার পাওয়া যায় তা থেকে প্রস্তুত হয় পাইয়োরিয়া, বদহজম, চর্মরোগ, অর্শ, কুষ্ঠরোগের ঔষধ।

# চেনা অচেনা ফুল

এণাক্ষী বিশ্বাস

বোতল ব্রাশ

ফুল সবার প্রিয়। কোন কোন ফুলের সুরভি চিত্তচাঞ্চল্য ঘটায়। আবার কোন কোন ফুলের রঙের ও রূপের বাহার সহজেই মনকে হরণ করে। একটি ফুল তা সে ছোট বীরুৎ বা বৃক্ষে যে কোন জায়গাতেই প্রস্ফুটিত হোক না কেন মনের গ্লানি দূর করে দিয়ে মনকে করে তোলে শান্ত, স্নিগ্ধ। দুঃখ, শোক, আনন্দ বা দেবতার পূজা সব অনুষ্ঠানেই ফুলের ব্যবহার অপরিহার্য।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ফুল গাছের জনন অঙ্গের পরিণতি। জননের বা ভবিষ্যত বংশ রক্ষার জন্য বীটপের অর্থাৎ কাণ্ড ও পাতার আকৃতি পরিবর্তিত হয়ে ফুলে পরিণত হয়। সেইজন্য যদি ফুলের পাঁপড়ি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা যায় দেখা যাবে পাতার মত পাপড়িতেও সূক্ষ্ম শিরা বিন্যাস আছে। আবার মাইক্রোস্কোপের নিচে পরীক্ষা করলে দেখতে পাওয়া যাবে পত্ররন্ধ্র। তবে তা অকেজো।

ফুলের সৌরভ বাতাসের মাধ্যমে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে মাদকতা সৃষ্টি করে আকৃষ্ট করে কীট পতঙ্গকে। আর এই কীট পতঙ্গেরা ফুলের সৌরভে মাতাল হয়ে ফুলের মধু খাওয়ার লোভে আসে. ইত্যবসরে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে লেগে যায় পরাগ। আর সেই পরাগ অন্য ফুলে মধু খাওয়ার সময় ফুলের গর্ভমুণ্ডে পড়ে পরাগযোগ ঘটায়। ফলে ফুল ধীরে ধীরে পরিণত হয়। ফলের মধ্যে থাকে গাছের ভবিষ্যত বংশধর—বীজ।

ফুলের চারিটি স্তবক থাকে। বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক, গর্ভস্তবক। কোন কোন ফুলগুলির মধ্যে থাকে এমনই বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য যা সহজেই মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি করে। যেমন—'কাগজ ফুল' বা 'বোগেনভোলিয়া' ফুলে দেখা যায় দলমণ্ডল নগন্য অথচ মঞ্জরীপত্রগুলি উজ্জ্বল, বৃহদাকার সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার লতানে ফুল গাছ 'পেটরিয়াতে' দেখা যায় মেঘলা নীল রঙের বৃতিগুলি দল-মণ্ডল বলে ভুল হয়। প্রকৃত দলমণ্ডল কুঁড়ির মত দেখতে। 'অনন্তলতা' তে গোলাপী বা সাদা রঙের পাঁচটি পরিপুষ্প ( যখন বৃতি ও দলমণ্ডলের পার্থক্য করা যায় না ) দেখতে ভালো লাগে। আবার 'মণিকুন্তলা' ও বোতল ব্রাশ' ফুলগুলির আকর্ষণীয় সৌন্দর্য তার পুংকেশরে। 'সর্বজয়া'য় পুংকেশর পাঁপড়িতে পরিণত হয়ে আকর্ষনীয় সৌন্দর্য চতুর্দিকে আমোদিত করে তোলে।

এবার কয়েকটি ফুল গাছের সম্বন্ধে বলব।

## বোতল ব্রাশ

বোতল ব্রাশ নামটা শুনতে খুব অদ্ভুত লাগছে না? সত্যি। খুব আশ্চর্য লাগবে যখন এপ্রিল-মে বা অক্টোবর নভেম্বর মাসে গাছটিতে ফুলে ফুলে ভর্তি হয়ে থাকে। ফুল-গুলি লাল টকটকে তার মধ্যে লাল পুংস্তবকগুলি খোঁচা খোঁচা

সর্বজায়া

# গাঁদাফুল

এণাক্ষী বিশ্বাস

... দেবী বীণাপাণির অতি প্রিয় পীত ... গাঁদাফুল। তাই সকলেরই এই ফুলটি ...

... আদিনিবাস আমেরিকার মেক্সিকোতে। ... নামে পরিচিত। বাংলা, হিন্দি ... তেলেগুতে বান্টি, গুজরাটিতে গুলজাজারি, ... মানজি বলে।

... পাঁচটি প্রজাতি আছে। তন্মধ্যে বড় ... ইংরাজীতে আফ্রিকান মেরীগোল্ড ও ... টাজেটেস ইরেক্টা বলে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ... এই গাছটির বৈজ্ঞানিক বর্ণনা করেন। ... অন্তর্ভুক্ত।

... ফুল বললেও এটি অনেকগুলি ছোট ...। প্রত্যেকটি পাঁপড়ি এক একটি ছোট ... ছোট ফুলগুলিকে পুষ্পিকা বা ফ্লোরেট ... দিকের পুষ্পিকাকে প্রান্তপুষ্পিকা। ... বড় হয় এবং মধ্যিখানের পুষ্পিকাকে ... হয় ও এইগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। ... দণ্ড অপেক্ষাকৃত ছোট হয় কিন্তু ... হয়ে সাধারণতঃ কুব্জপৃষ্ঠ পুষ্পাধারে ... তার মধ্যেই পুষ্পিকাগুলি বিন্যস্ত থাকে ... দিয়ে ঘেরা থাকে বলে পুষ্পবিন্যাসটি ... মনে হয়। এই বিশেষ পুষ্পবিন্যাসের নামকরণ ক্যাপিটিউলম। এটি অ্যাসটারেসী গোত্রের বৈশিষ্ট্য।

আফ্রিকান গাঁদাফুলে প্রান্তপুষ্পিকা ও মধ্যপুষ্পিকার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য করা যায় না, কিন্তু অন্য প্রজাতির গাঁদাফুলে যেমন ফ্রেঞ্চ মেরীগোল্ডের ক্ষেত্রে প্রান্ত ও মধ্য পুষ্পিকার মধ্যে আকৃতির ব্যবধান সহজেই নজরে পড়বে। এই আফ্রিকান গাঁদাফুল বর্ষজীবী বীরুৎ যাকে ইংরাজীতে হার্ব বলে। লম্বায় প্রায় 60 সে.মি. হয়। পাতাগুলির একটি অংশ প্রায় 1·5 সে.মি. লম্বা হয় এবং ধারগুলি খাঁজকাটা হয়। আর এক একটি ফুল প্রায় 5-10 সে.মি. ব্যাসযুক্ত, উজ্জ্বল হলুদ ও কমলা দুই রঙেরই হয়।

এই গাঁদাফুল থেকে হলুদ রঙের রঞ্জন তৈরি হয়, যদিও এর ব্যবহার খুবই সীমিত। এই হলুদ রঙের নাম জেনাডিয়া।

গাঁদাফুল কেবলমাত্র টবের সৌন্দর্য বাড়ায় না আবার ঔষধি গাছও বটে।

রক্তমোক্ষণ অর্শে, ক্ষতে এই ফুলের পাঁপড়ির রস প্রয়োগ হয়।

গাঁদা গাছের পাতা বেটে ফোঁড়া বা কার্বাঙ্কলে লাগালে উপশম হয়। তাছাড়া কাটাছেঁড়াতে পাতার রস দিলে উপকার হয়।

[ ফটো তুলেছেন সুবলকৃষ্ণ দে ]